

সুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ

সমীক্ষা পরিচালনাঃ দিলীপ মজুমদার
কোঅর্ডিনেটর, প্রশিক্ষণ ইউনিট
সহযোগিতায়ঃ এমআইএস ইউনিট

সাজেদা ফাউন্ডেশন
বাড়ী-০৮, রোড-১৩৮
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

সাজেদা ফাউন্ডেশন ও এর মিশন

সাজেদা ফাউন্ডেশন'র অনানুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৭ সালে, শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে। এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৩ সালে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে। সূচনাকাল থেকেই সমাজের সবচাইতে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীই সাজেদার প্রধান লক্ষ্য জনগোষ্ঠী। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা ও ঋণ কর্মসূচীর পাশাপাশি একাধিক নতুন কর্মসূচী যুক্ত হলেও পূর্বে নির্ধারিত লক্ষ্যভুক্তির মৌলিক সূচক সমূহ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সাজেদা ফাউন্ডেশন কোন একরৈখিক উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে না; বরং বহুমাত্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন ধারা অনুসরণ করেই মানুষের অগ্রযাত্রায় বিশ্বাসী।

তাই মানুষের আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি সমধিক জোর দেয় শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসনসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তার ওপর। সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সাজেদার রয়েছে উল্লেখযোগ্য আয়োজন। একইভাবে লিঙ্গভিত্তিক যাবতীয় বৈষম্য নিরসন করে নিশ্চিত করতে চায় অধিকতর সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। জোর দেয় মানবিকতা, যুক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর একটি সমাজের উপর। তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যাতে এ ধারায় যুক্ত হতে পারে এর প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে সে প্রয়াস। সাজেদা বিশ্বাস করে সেই চিরন্তন মূল্যবোধে, যেখানে মা-ই হবেন পরিবার কাঠামোর মূল চালিকা শক্তি। তাই পরিবারের সকল সদস্যের স্ব স্ব অবস্থান, মর্যাদা, পারিবারিক সংহতি ও সংবেদনার জয়গাগুলো ঠিক রেখে সাজেদা মায়ের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকে। সাজেদা প্রত্যাবর্তন চায় পরিবার কাঠামোর সেই ধ্রুপদী (Classical) ধারায়, যেখানে মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে পুরো পরিবার এবং মা হবেন পরিবার কাঠামোর অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্রবিন্দু। সর্বোপরি এটি নিশ্চিত করতে চায় ক্ষুধা, দারিদ্র ও বঞ্চনামুক্ত একটি সুখী সমাজ।

পটভূমি

সাজেদা ফাউন্ডেশন ১৯৯৩ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করলেও 'বিশেষ ঋণ' নামে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করছে ১৯৯৮ সাল হতে। শুরু থেকেই স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে এটি দলগত ও একক এ্যপ্রোচে নারী ও পুরুষ সবার জন্যই জেডার নিরপেক্ষভাবে তুলনামূলক নিম্ন আয়ের উদ্যোক্তাদের জন্য পরিসেবা প্রদান করে আসছে। দীর্ঘ এক দশক জুড়ে এটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসাবে কাজ করলেও পরবর্তীতে (২০০৮) সালে এটি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সাথে একিভূত হয়ে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে পরিসেবা দিতে থাকে। তবে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সাথে একিভূত হলেও এ কর্মসূচী সবসময় স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। জুলাই ২০০৯ মাস হতে এ কর্মসূচীকে আরো বেগবান ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পুনরায় আলাদা একটি উদ্যোগ ইউনিট গঠন করা হয়। সাজেদা ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনও (পিকেএসএফ) এ কর্মসূচীকে আরো জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। এ লক্ষ্যে যথাযথ টার্গেটিং বা সদস্যদের লক্ষ্যভুক্তিকরণ সঠিক হচ্ছে কিনা এ বিষয়টি যাচাই করার জন্য পিকেএসএফ বিদ্যমান সদস্যদের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনার পরামর্শ দেয়। সংস্থার সার্বিক মিশনের দিকটা বিবেচনা করে সাজেদা ফাউন্ডেশনও এরূপ একটি সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তাই বলা যায়, বর্তমান সমীক্ষাটি সাজেদা ফাউন্ডেশন ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর যৌথ অভিপ্রায়েরই ফসল।

সমীক্ষা পদ্ধতি ও ডাটা কালেকশন প্রক্রিয়া:

(ক) শাখা ও সদস্য নির্বাচন:

বর্তমান সমীক্ষার জন্য সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে প্রধানত সেসব শাখা হতে যেখানে কম বা বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বিশেষত সেসব শাখাকে যেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম তুলনামূলক অধিক শক্তিশালী। ভৌগলিক অবস্থান ও পরিধি, বিশেষত আরবান ও পেরি-আরবান উভয় এলাকাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা হয়েছে। পুরনো ও নতুন শাখা, একইভাবে তুলনামূলক নবীন সদস্য ও দীর্ঘদিনের সদস্যকে সমীক্ষার আওতায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে কিছুটা সচেতনভাবেই। একক ও দলভুক্ত- উভয় শ্রেণীর সদস্যকে সমীক্ষার উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রপঞ্চসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মোট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হতে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোতে প্রায় ৬০০ সদস্যের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত তালিকা হতে আনুপাতিক হারে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ২২২ জনের একটি চূড়ান্ত উত্তরদাতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উল্লেখ্য, সাজেদা ফাউন্ডেশনে বর্তমানে (নভেম্বর '০৯) উদ্যোক্তা ঋণী সদস্য সংখ্যা ৩৫২৩ জন এবং সমীক্ষা চালানো হয় ৬.৩০% সদস্যের উপর। পরিচালিত সমীক্ষায় একক ঋণী সদস্য ১৩২ জন এবং দলীয় সদস্য সংখ্যা ৯০ জন।

শাখা ও দফাভিত্তিক উত্তরদাতা বিন্যাস

ক্রমিক	শাখার নাম	শাখা নং	১ম দফা	২য় দফা	৩য় দফা	৪র্থ দফা	৫ম দফা	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
১	লালবাগ	৪৫	১৩	৮	১০	১২	১২	৫৫
২	কালীগঞ্জ	৪৬	৯	৮	১৩	১৫	১৫	৬০
৩	আটিবাজার	১১	৫	২	২	৪	৪	১২
৪	হাসনাবাদ	০৩	২		২	৪	৪	১২
৫	তারাবো	৩৭	৫					০৫
৬	চাষাড়া	১৮	৬					০৬
৭	ফতুল্লা	২৯	৬					০৬
৮	আদমজীনগর	২২	৬					০৬
৯	পঞ্চবটি	১২	৪	২	৪	৪	৪	১৮
১০	পাগলা	০৯	৫	২	৪	৪	২	১৭
১১	শনির আখড়া	০৮	৪	১	১	৩	৩	১২
১২	উত্তরা	১০	৪	১				০৫
১৩	কোনাবাড়ি	৩২	৫					০৮
			৭৩	২৭	৩৭	৪৩	৪২	২২২

(খ) ডাটা কালেকশন ও বিন্যাস প্রক্রিয়া

সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের যাবতীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ৩ জন সিনিয়র কর্মকর্তা প্রশ্নমালা প্রনয়ণে ভূমিকা পালন করেন। ২০ জন অভিজ্ঞ ও চৌকস অফিসার সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতার ব্যবসাস্থলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করেন। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে তারা প্রত্যেকে প্রশ্নমালা ও তথ্য সংগ্রহের কলা-কৌশল বিষয়ে অর্ধ দিবসের একটি প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন উদ্যোগ ঋণ কর্মসূচীর প্রধান ও প্রশিক্ষণ কোঅর্ডিনেটর। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ কাল ডিসেম্বর ২০০৯। উপাত্ত শ্রেণী বিন্যাসে ভূমিকা রাখেন এ কাজে বিশেষ দক্ষ ২ জন (এমআইএস) কর্মকর্তা। উপাত্ত সংগ্রহের কাজ তত্ত্বাবধান করেন প্রশিক্ষণ ইউনিটের নেতৃত্বে ২ জন কর্মকর্তা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে সংস্থার প্রশিক্ষণ ইউনিট।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল:

যেহেতু উদ্যোক্তাদের সদস্যদের আর্থিক অবস্থার চিত্র যাচাই করা এ সমীক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই বর্তমান সমীক্ষা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে সদস্যদের মোট পুঁজি, নিজস্ব পুঁজি, আয়, পারিবারিক সম্পদ, সঞ্চয় প্রভৃতি সংখ্যাচাক উপাত্ত সমূহের উপর। এছাড়াও আর্থিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন কিছু সূচককেও সমীক্ষা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণী-১

উদ্যোগ/ব্যবসার মোট পুঁজির পরিমাণ

উদ্যোগে মোট পুঁজির পরিমাণ	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১	০.৪৫%
১,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫৭	২৬%
৩,০০,০০১-৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৩	৩৩%
৫০০০০১-১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬২	২৮%
১০,০০,০০০ টাকার অধীক	২৯	১৩%

সারণী-১ এ প্রাপ্ত উপাত্ত হতে দেখা যায় ৫৯% শতাংশ উদ্যোক্তার ব্যবসার মোট পুঁজির পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত। উল্লেখ্য, উদ্যোগের মোট পুঁজির হিসাবের ক্ষেত্রে বাকীতে বিক্রি, দোকান গৃহের সালামী/অগ্রিম ইত্যাদি সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৫ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ টাকা পুঁজি আছে ২৮% সদস্যের। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য ৮৭% উদ্যোক্তা সদস্যেরই পুঁজি ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত।

সারণী-২

নিজস্ব পুঁজির পরিমাণ

উদ্যোগে নিজস্ব পুঁজির পরিমাণ	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	১১	৫%
১০০০০১-২০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৩৮	১৭%
২০০০০১-৩০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৯	২২%
৩০০০০০ টাকার অধীক	১২৪	৫৬%

উপরের সারণী হতে দেখা যায় ৪৪% উদ্যোক্তা সদস্যেরই নিজস্ব পুঁজি ৩,০০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সারণী-১ হতে দেখা যায় ৫৯% সদস্যেরই মোট পুঁজি ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত। উভয় সারণীর প্রবণতা বা চিত্র বিশ্লেষণ করলে অনূন ৭৫% সদস্যের নিজস্ব পুঁজি ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত থাকবে বলে অনুমিত হয়।

সারণী-৩

মোট মাসিক পারিবারিক আয়

মোট মাসিক পারিবারিক আয়	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৩	১০%
১৫,০০১-২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬৯	৩৭%
২৫,০০১-৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৬	৩৪%
৩৫,০০১-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৪	৬%
৫০,০০০ টাকার বেশি	৪০	১৮%

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, (সারণী-৩) ৮১% সদস্যর মোট পারিবারিক আয় ৩৫,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত। এসব আয়ের মধ্যে ছোট-খাট চাকুরী, বাড়িভাড়া ইত্যাদি উৎস হতে প্রাপ্ত আয়কে বিবেচনায় আনা হয়েছে। বর্তমান বাজার মূল্যের কথা বিবেচনায় আনলে এ পরিমাণ পারিবারিক আয়কে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের আয়ের তুলনায় বেশি বলার অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতা সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১,১৫,০০০ মাসিক পারিবারিক আয় এবং সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা পারিবারিক আয়ের সদস্য রয়েছেন।

সারণী-৪

ব্যবসা হতে মোট মাসিক আয়

ব্যবসা হতে মোট মাসিক আয়	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬১	২৭%
১৫,০০১-২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৮৩	৩৭%
২৫,০০১-৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৫	২০%
৩৫,০০০ টাকার অধীক	৩৩	১৫%

সারণী -৪ হতে দেখা যায় ৬৪% শতাংশ সদস্যর ব্যবসা হতে আয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ৩৫% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যর ব্যবসা হতে মাসিক আয় ২৫০০০ টাকার বেশি।

সারণী-৫

মাসিক পারিবারিক ব্যয়

মাসিক পারিবারিক ব্যয়:	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৩৪	৬০%
১৫,০০১-২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৬৮	৩১%
২৫,০০১-৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৯	৮.৫৫%
৩৫,০০০ টাকার অধীক	১	০.৪৫%

সারণী-৫ হতে দেখা যায় ৬০% উদ্যোক্তা সদস্যর মাসিক পারিবারিক ব্যয় ১৫,০০০ টাকার মধ্যে এবং মোট (৬০%+৩১%)= ৯১% শতাংশ সদস্যর মাসিক ব্যয় ২৫,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত। ব্যয়ের এ হার নির্দেশ করে উদ্যোক্তা সদস্যদের প্রাচুর্য সাধারণ পরিমিত স্তরের তুলনায় বেশি নয়।

সারণী-৬

ব্যবসা ব্যতীত পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ

পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৯	১৩%
৩,০০,০০১-৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৪	২০%
৬,০০,০০১-৯,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১১৩	৫১%

প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক তৃতীয়াংশ (৩৩%) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্যের পারিবারিক সম্পদের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত এবং ৫১% সদস্যর সম্পদের পরিমাণ ৬ হতে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত একজন সদস্যর সর্বোচ্চ সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকা এবং সর্বনিম্ন সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ টাকা।

সারণী-৭

পারিবারিক সম্পদের উৎস

পারিবারিক সম্পদের উৎস	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
নিজের ক্রয়কৃত	৫৩	২৪%
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত	৭৯	৩৫%
উভয় ধরনের	৬৬	৩০%
কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই	২৪	১১%

সারণী-৭ এ দেখা যায় ৩৫% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যেরই পারিবারিক সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং উত্তরাধিকার ও নিজের অর্জনকৃত উভয় বিভাগে সদস্যের হার ৬৫% শতাংশ। উল্লেখ্য, ১১% উদ্যোক্তা সদস্যের কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদই নেই।

সারণী-৮

পারিবারিক সম্পদের অবস্থান

পারিবারিক সম্পদের অবস্থান	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
শহরে	৭৩	৩৩%
গ্রামে	৮৪	৩৮%
উভয় স্থানে	৪১	১৮%

সারণী-৯

সঞ্চয়ের ব্যালেন্স

সঞ্চয়ের পরিমাণ	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৮	১৩%
১০,০০১-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৯	৮.৫৬%
২০,০০১-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৩	৩৩%
৫০,০০০-১০০০০০ টাকা পর্যন্ত	৪১	১৮%
১০০০০০ টাকার বেশি	৬১	২৭%

আর্থিক সংগতি যাচাই করার অন্যতম সূচক হতে পারে উদ্যোক্তার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ (ব্যালেন্স)। এক্ষেত্রে প্রায় ২২% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সঞ্চয় ২০,০০০ টাকার মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে ৫১% উদ্যোক্তা সদস্যের ২০ হাজার টাকা হতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। তবে ৫৫% শতাংশ সদস্যের সঞ্চয় ৫০,০০০ টাকার মধ্যে এবং সাকুল্যে ৭৩% সদস্যের সঞ্চয় ১ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত। বর্তমান সমীক্ষায় সর্বোচ্চ সঞ্চয়ের ব্যালেন্স পাওয়া যায় ৬,১৫,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন সঞ্চয় ছিল ২০০ টাকা মাত্র।

সারণী- ১০

বাসগৃহের মালিকানা

বাসগৃহের মালিকানা	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
ভাড়া	১৪৪	৬৫%
নিজস্ব	৭৮	৩৫%

সারণী- ১১

ব্যবসা বা উদ্যোগ স্থানের মালিকানা

ব্যবসা বা উদ্যোগ স্থানের মালিকানা	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
ভাড়া	১৮০	৮১%
নিজস্ব	৪২	১৯%

সারণী ১০ ও ১১ হতে দেখা যায় যথাক্রমে ৬৫% সদস্য ভাড়া বাড়িতে থাকেন এবং ৮১% সদস্যের নিজস্ব মালিকানায় কোন ব্যবসা স্থান নেই। আয়ের একটি বড় অংশ এদের বাড়ী ও পরিচালিত ব্যবসার পজেশন ভাড়ার পেছনে ব্যয় করতে হয়।

সারণী- ১২

সাজেদা ফাউন্ডেশন হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ

সাজেদা ফাউন্ডেশন হতে গৃহীত ঋণ	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
৩১,০০০-১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫৯	৭২%
১,০০,০০১-২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫২	২৩%
২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৮	৩.৬০%
৩,০০,০০০ টাকার অধিক	৩	১.৩৫%

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ৭২% উদ্যোক্তা সদস্যের গৃহীত ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত। অন্যদিকে ২৩% সদস্যের ঋণের পরিমাণ ১০০০০০ থেকে ২০০০০০ টাকার মধ্যে। অর্থাৎ ৯৫% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের গৃহীত ঋণ সর্বাচ্চ তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত। লক্ষণীয় যে, যদিও উত্তরদাতা সদস্যদের মাত্র ৩৩% প্রথম দফার উদ্যোগ ঋণ গ্রহনকারী তথাপিও ৭২% সদস্যের ঋণই প্রথম দফার ঋণের সিলিং এর মধ্যে।

সারণী-১৩

উদ্যোক্তা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

উদ্যোক্তা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	সদস্য/ উত্তরদাতা	শতাংশ/হার
স্বাক্ষরতা স্তর হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত	১৪৯	৬৭%
মাধ্যমিক (এস এস সি উত্তীর্ণ)	৩৯	১৭%
উচ্চ মাধ্যমিক(এইস এস সি উত্তীর্ণ)	১৯	৯%
স্নাতক হতে স্নাতকত্তোর	১৫	৭%

সারণী-১৩ হতে দেখা যায় ৬৭% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের শিক্ষার স্তর মাধ্যমিক স্তরেরও নিচে। এদের সাথে মাধ্যমিক স্তর যুক্ত করলে দেখা যায় ৮৪% সদস্যের শিক্ষার স্তর মাধ্যমিকের কোটা অতিক্রম করেনি। অর্থাৎ সিংহভাগ সদস্যই যে নিম্ন আয়ের সাধারণ মর্যাদা শ্রেণী হতে আগত- এ বিষয়ে বিশেষ কোন সংশয় নেই।

সারণী-১৪

উদ্যোক্তা সদস্যদের পরিচালিত ব্যবসা

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় উদ্যোক্তাদের প্রধান প্রধান ব্যবসাগুলি হচ্ছে:

কাপড় ব্যবসা	এলমুনিয়াম ব্যবসা/ফ্যাক্টরী	টেইলরিং
মুদি দোকান/ভ্যারাইটি স্টোর	ম্যামাইন	কনফেকশনারী
জুতার ব্যবসা	ফর্নিচার	কসমেটিকস
হার্ডওয়্যার	ইলেকট্রিক গুড্‌স	গাভী পালন/ডেইরী ফার্ম
ঔষধ ব্যবসা/ক্যামিকেল	ক্রোকারিজ	বেডিং তৈরি
সিরামিক	প্লাস্টিক সামগ্রী	খাদ্য ও ভোগ্য পণ্য

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, সদস্যদের পরিচালিত ব্যবসার ধরনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এ জাতীয় উদ্যোগের সাথে সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক বেশি।

সমীক্ষা সংক্ষেপ

উদ্যোক্তাদের আর্থিক শ্রেণী অবস্থান বোঝার জন্য বর্তমান সমীক্ষায় প্রধানত প্রথম দফা হতে পঞ্চম বা ততোধিক দফার সদস্যদের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:

- সাকুল্যে ৫৯% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যবসায়ের মোট পুঁজি ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত। ২৮% সদস্যের মোট পুঁজি ৫ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং সর্বসাকুল্যে ৮৭% শতাংশ সদস্যের মোট পুঁজি ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে
- ৪৪% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যবসায়ের নিজস্ব পুঁজি ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং সাকুল্যে ৭৫% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের ব্যবসায়ের নিজস্ব পুঁজি অনধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
- সাকুল্যে ৮১% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের মাসিক পারিবারিক আয় অনধিক ৩৫০০০ টাকা পর্যন্ত
- ৩৩% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের পারিবারিক সম্পদ সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত
- ৭৩% সদস্যের সঞ্চয়ের ব্যালেন্স অনধিক ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
- যথাক্রমে ৬৫% শতাংশ সদস্যের বাসগৃহ ও ৮১% সদস্যের ব্যবসা স্থান মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত
- ৭২% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (সাজেদা ফাউন্ডেশন হতে) সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
- ৬৭% শতাংশ উদ্যোক্তা সদস্যের শিক্ষার স্তর মাধ্যমিক স্তরের নিচে

সমীক্ষা সীমাবদ্ধতা:

এ জাতীয় সমীক্ষার একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা এই যে, অনেক ধরনের তথ্যের জন্য সদস্যদের দেওয়া উপাত্তের উপর নির্ভর করতে হয়। কোন কোন সময় সেসব তথ্য-উপাত্তের মধ্যে সামঞ্জস্যতার অভাব পরিলক্ষিত হলেও তা' পুনরায় যাচাই করার অবকাশ থাকে না। বর্তমান সমীক্ষায়ও সদস্যের মোট পুঁজি, নিজস্ব পুঁজি ও গৃহীত ঋণের পরিমাণের মধ্যে কোথাও কোথাও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করলে সমীক্ষার নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে বিশেষ কোন মূল্যবোধ যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে।

উপসংহার:

যে কোন সমগেত্রীয় বা বিক্ষিপ্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা যাচাইয়ের সাধারণ স্বীকৃত মানদণ্ড থাকলেও সেটা প্রায়শ আপেক্ষিক ও কালগত ব্যবধানে পরিবর্তনশীল। সাজেদা ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা সদস্যরাও মূলত বিভিন্ন শ্রেণী পেশা ও ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানুষ। বর্তমান সমীক্ষায় কিছু মানদণ্ড বা সূচকের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের আর্থিক অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায় সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পিকেএসএফ ও সাজেদা ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করবে এবং তার আলোকে ভবিষ্যতে সঠিক উদ্যোক্তা নির্বাচনে সহায়তা দেবে।

সাজেদা ফাউন্ডেশন

বাড়ী নং- ০৮, সড়ক নং- ১৩৮

গুলশান- ০১, ঢাকা- ১২১২

উদ্যোক্তার পুঁজি, আয় ও সম্পদ পরিমাণ বিষয়ক প্রশ্নমালা

নাম :	পিতা/স্বামী/স্ত্রী'র নাম:
ফোন :	
পেশা/ব্যবসা :	কত বছর ধরে সদস্য:
ঠিকানা :	
শাখার নাম :	কেন্দ্র নং :

(ভর্তিকালীন সময়ের তথ্য)

(বর্তমান সময়ের তথ্য)

১.	পরিবারের সদস্য সংখ্যা		বর্তমান সদস্য	
২.	উপার্জনকারী সদস্য		বর্তমান উপার্জনকারী সদস্য	
৩.	ব্যবসা বা উদ্যোগের সাথে পরিবারের কত জন জড়িত?		বর্তমানে কতজন জড়িত	
৪.	পরিবারের বাইরের/ কর্মচারীর সংখ্যা		পরিবারের বাইরের/ কর্মচারীর সংখ্যা	
৫.	ব্যবসার পুঁজির পরিমাণ		ব্যবসার বর্তমান পুঁজির পরিমাণ কত প্রাথমিক ও বর্তমান পুঁজির পার্থক্য
৬.	নিজস্ব পুঁজির পরিমাণ		নিজস্ব পুঁজির পরিমাণ	
৭.	অন্যান্য উৎস (ঋণ) হতে প্রাপ্ত		অন্যান্য উৎস (ঋণ) হতে প্রাপ্ত	
৮.	মোট মাসিক আয়		মোট মাসিক আয়	
৯.	ব্যবসা হতে মাসিক আয়		ব্যবসা হতে মাসিক আয়	
১০.	অন্যান্য উৎস হতে (বিদেশ, চাকুরী বাড়িভাড়া, কৃষি)		অন্যান্য উৎস হতে (বিদেশ, চাকুরী বাড়িভাড়া, কৃষি)	
১১.	মাসিক পারিবারিক ব্যয়		মাসিক পারিবারিক ব্যয়	
১২.	মাসিক বিক্রির পরিমাণ		মাসিক বিক্রির পরিমাণ	

১৩. কত বছর ধরে উদ্যোগ/ব্যবসা ঋণ নিচ্ছেন

১৪. বর্তমান বাসগৃহের মালিকানা (ক) নিজস্ব (খ) ভাড়া

১৫. বর্তমান বাসগৃহ: (ক) কাঁচা (খ) আধাপাকা (গ) পাকা (ঘ) বহুতল পাকাভবন

১৬. বর্তমান বাসগৃহে রুম কয়টি? (ক) ২ টি (খ) ৩ টি (গ) ৪ টি (ঘ) ৫ বা ততোধিক

১৭. পরিচালিত ব্যবসা স্থান (ক) নিজস্ব (খ) ভাড়া

১৮. দোকান/স্থাপনার ভাড়ার পরিমাণ.....

১৯. (ব্যবসা ও বাসগৃহ ব্যতীত) জমি ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদের আনুমানিক মূল্য.....